কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 15 JAN 2015
পৃষ্ঠা ০৩ ... কলাম ২

শিক্ষার্থী দুই হাজার, উপস্থিত ২০০

শরীফুল আলম সুমন ▷

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কার্যালয় ঘিরে রেখেছে পুলিশ। গুলশানের ৮৬ নম্বর সড়ক বন্ধ। সংযোগ সড়কগুলোতেও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত। ফলে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ১০ দিন ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। গত ৫ জানুয়ারি স্কুলের প্রথম ক্লাসের দিন থেকেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী; যদিও স্কুলটি খোলা, কিন্তু ভয় আতঙ্কে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী স্কুলে আসছে না। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খুবই কম হওয়ায় শিক্ষকরাও পুরোদমে তাঁদের কোর্স কারিকুলাম শুরু করতে পারছেন না। এতে সময়মতো কোর্স শেষ করা নিয়ে শঙ্কায় পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

গুলশান ২ নম্বর সার্কেলের ৮৬ নম্বর সড়কে স্কুলটির অবস্থান। দক্ষিণ দিক দিয়ে এ সড়কে ঢুকলে হাতের বাঁ পাশের দ্বিতীয় প্লটেই স্কুলটির অবস্থান। আর ৮৬ নম্বর সড়কের উত্তর দিক ও পূর্ব পাশের লেকের পাড় দিয়েও এ স্কুলে আসা যেত। কিন্তু এ দুই দিক দিয়ে আসতে হলে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় পার হয়ে আসতে হয়। তাই এ দুই দিক দিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তবে দক্ষিণ দিক দিয়ে কেউ স্কুলে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের যাতায়াতে কোনো বাধা দিচ্ছে না। পরিচয় জানানোর পর পুলিশের ব্যারিকেড পার হয়ে স্কুলে যাওয়া যাচ্ছে। তবে রিকশা বা অন্য কোনো বাহন ৮৬ নম্বর সড়কের মাথায় রেখে হেঁটে স্কুলে ঢুকতে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসছে না।

গতকাল বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দক্ষিণ দিক দিয়ে ৮৬ নম্বর সড়কে ঢুকতেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ২৫ সদস্য দাঁড়িয়ে আছেন। স্কুল ড্রেস দেখলে তাঁরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ঢুকতে দিচ্ছেন। তবে ড্রেস না থাকলে এবং অভিভাবকদের পরিচয় দিয়েই ঢুকতে হচ্ছে।

গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রভাতি ও দিবা শাখায় প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী। কিন্তু প্রতি শাখায় শখানেকের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত হয় না। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত স্কুলে অবস্থান করে দেখা যায়, যারা স্কুলে এসেছে তারাও ভীতির মধ্যে আছে। বিশেষ করে স্কুলে ঢোকা ও বের হওয়ার ভীতি। প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এ স্কুলে পড়ানো হলেও দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের খুঁজে পাওয়াই কষ্টকর ছিল। মেয়েদের উপস্থিতি একেবারেই কম। দিবা শাখা শুরু হওয়ার আগে হাতে গোনা ১০-১২ জন ছাত্রীকে দেখা যায়। প্রভাতি শাখার কিছু ছাত্রকে স্কুলের পশ্চিম পাশের দুই দেয়ালের মাঝের সামান্য ফাঁকা জায়গা দিয়ে বের হতে দেখা যায়।

'অবরুদ্ধ' গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রুমি আক্তার বলল, 'স্কুলে ঢুকতে ও বের হতে ভয় লাগে। কয়েক দিন স্কুলে আসিনি। তাই আজকে (গতকাল) আসলাম।' পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবদুর রহিম রাজ বলল, 'আমাদের ক্লাস শুরু হতে আর মাত্র ১০ মিনিট বাকি আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা মাত্র দুজন এসেছি।' চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী আল ফাহাদ বলল, 'আমাদের ক্লাসে ছয়জন এসেছে। সবাই না এলে ভালো লাগে না। আমাকে বাবা দিয়ে গেছে, আবার নিয়ে যাবে।' দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সুরভি ইসলামের মা খাদিজা ইসলাম বলেন, 'এই অবস্থার মধ্যে কে তার বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে আসতে চায়? তাই অধিকাংশই আসে না। প্রতি বছরের শুরুতে পড়ালেখার যে চাঙ্গা ভাব লক্ষ করা যায়, এবার এই স্কুলের অবস্থা সম্পূর্ণই বিপরীত। আমরাও ভয়ে ভয়ে আসি।'

এ স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা নাজমা বেগম বলেন, 'আমরা শিক্ষকরা ঠিকই আসি। কিন্তু ছাত্রছাত্রী খুবই কম। প্রতি ক্লাসে আট-দশজনের বেশি আসে না। আমরা সময়মতো পড়া শেষ করা নিয়ে শঙ্কায় আছি। বছরের শুরুতেই আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ল। এই দিনগুলোর পড়া কিভাবে পূরণ করব তা বুঝতে পারছি না।'

স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. বিল্লাহ হোসাইন বলেন, 'শিক্ষার্থীর সংখ্যা একেবারেই কম। সকালে রাস্তার মাথায় দেখলাম একটি বাচ্চাকে তার মা স্কুলে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাচ্চাটি কোনোভাবেই এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাবে না। পরে সে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। জোর করে তাকে স্কুলে আনার পরে সে থরথর করে কাঁপছে। তাই আমাদের অনুরোধ থাকবে, পুলিশের ব্যারিকেড যদি স্কুল পার হয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ত।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম আলী আশফাক গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা অসহনীয় অবস্থায় আছি। সব স্কুলের চেয়ে আমরা ব্যতিক্রম। কারণ সবারই চোখ এই সড়কে।